যুগান্তর

তারিখ : 12 DEC 2016
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫

প্রয়োজন শিশুমানস উপযোগী বই

ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী

বর্তমান সরকার ভিশন-২০২১ এর আওতায় শিক্ষার মান উন্নত করতে সচেষ্ট। শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে গত কয়েক বছর ধরে সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শিক্ষা হচ্ছে একমাত্র বিনিয়োগ; যা জাতির উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশে একমুখী শিক্ষার বদলে প্রাইমারি-মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা বিরাজমান। শিক্ষা এখন আর সেবামূলক নয়; অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা আজ পণ্য-বিপণন ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলেবেলায় পড়া একটি প্রবাদ বাক্য মনে পড়ে, 'বিদ্বান দুর্জন হলেও পরিত্যাজ্য।' আসলে এসব শিক্ষাবিদ ইচ্ছেমতো মনগড়া পাঠ্যপুস্তক তৈরি করেন, দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের কথা মোটেও ভাবেন না; বরং তারা দেশে এমন একটি অব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মাফিয়া চক্র তৈরি করেছেন, তা ভেঙে ফেলা দরকার। সরকারকে ধন্যবাদ, তারা সময়মতো বই পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। শুদ্ধভাবে মাতৃভাষা চর্চা করার ব্যবস্থা করা উচিত; কিন্তু মানসিক চাপ সৃষ্টি করে শিশুদের কষ্ট দেয়া হচ্ছে।

শিশুদের মনস্তত্ত্ব ও আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদানের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বই। গত সাড়ে সাত বছরে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন, সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা, যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের জন্য ডিজিটাল সিস্টেম প্রবর্তনের চেষ্টা, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালুকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির প্রয়াস ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করতে পারলে পঞ্চম শ্রেণীতে যে সম্মিলিতভাবে পরীক্ষা হচ্ছে, সেটি বাতিল হয়ে স্কুলভিত্তিক বার্ষিক পরীক্ষা হবে। প্রাইমারিতে ড্রপ আউটের পরিমাণ কমে গেছে। সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পড়াশোনার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। যারা শিশুদের জন্য বই প্রণয়ন করছেন, এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করা উচিত।

ক'দিন ধরে প্রাইমারি পর্যায়ের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বইগুলো দেখছিলাম। বাংলা বই দেখতে গিয়ে একটু অবাকই হলাম। প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের কথাই ধরা যাক। বইয়ের শুরুতে জাতীয় পতাকা দেয়া হয়েছে। উল্টো পিঠে জাতীয় সঙ্গীত দেয়া হয়েছে, যা যথাযথ। তবে প্রসঙ্গ কথা এবং পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশিকা যথাযথভাবে দেয়া হয়নি। পাঠ-১ এ চিত্র সুস্পষ্ট নয় এবং বাচ্চাদের বোধগম্য হবে না। পাঠ-২ বাচ্চাদের উপযুক্ত নয়। সহপাঠীদের সঙ্গে পরিচিত হই এবং পাঠ-৩ ছোটদের বইয়ে প্রথমদিকে দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। পাঠ-৪ এ ডালিম গাছটি মানানসই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। পাঠ-৫ এর দৃশ্য সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। পাঠ-৯-তে উটের দৃশ্য দেখানো হয়েছে; যা আসলে আমাদের দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। সাগরের ছবিটিও সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। বর্তমানে ঐরাবত শব্দ ক'জন ব্যবহার করে থাকে? স্বরবর্ণ পাঠ-১৩ তে দেয়া হয়েছে। এটি পাঠ-১ এ দেয়া যেত। পৃষ্ঠা ২৪ ও ২৫-এ চরণ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এখন ধরনের শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। ডাবের ছবিটিও সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পৃষ্ঠা-২৮ এ যে ভালুকের ছবি দেয়া হয়েছে, তা আসলেই বাস্তবসম্মত নয়। একই অবস্থা পৃষ্ঠা-৩০ এ। পাঠ-২৯ এ দেয়া হয়েছে ব্যঞ্জনবর্ণ। এটি পাঠ-২ তে দেয়া গেলে ভালো হতো। পাঠ-৩৭ এ বৃষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইদানীং কি 'চল্ চল্ চল্' গাওয়ার কথা উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। পৃষ্ঠা-২৬ এ 'স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে' লেখায় অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি, ২৬ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া, পাকিস্তানি রাজাকারদের অত্যাচার সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। মনে হয়, পঁচাত্তরের প্রেতাত্মাদের কেউ এটি লিখেছে। 'একাই কুঁজো বুড়ি গল্পটি বাদ দেয়া গেলে ভালো হয়। 'একাই একটি দুর্গ' লেখাটি অনেক বেশি গুছিয়ে লেখা উচিত ছিল। পৃ.-৭২ এ 'একজন পটুয়ার কথা' এটি তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী করে লেখা উচিত। যে গদ্য কবিতাটি আছে, তা বর্জন করা যেত। স্টিমারের সিটি গল্পটির নাম পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। গাপ্পা দেয়ার খবর শিরোনাম না হয়ে পাপ্পা দেয়ার খবর শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল। শব্দের অর্থ জেনে নিই— না দেয়াই বাঞ্ছনীয়। বরং অপরিচিত শব্দ ব্যবহার না করাই ভালো।

চতুর্থ শ্রেণীর বইতে দশ বছরের শিশুর জন্য 'বাংলাদেশের প্রকৃতি' প্রবন্ধটিকে আরও সুন্দর ও গল্পটি না থাকলে ভালো হয়। মাটির নিচে যে শহর শিরোনামটি বদল করে ওয়ারী বটেশ্বর দেয়া যেত। পৃষ্ঠ-৮৯ এর ৫, ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্ন উপযুক্ত নয়। শিশুমনকে সৃজনশীল করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার চেতনা সংযুক্ত হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই তীরে কবিতাটির পূর্ণরূপ থাকলে ভালো হতো। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত থেকে নতুনদা'র অংশবিশেষ দেয়া যেত। বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করা যেত। একটি প্রবন্ধ থাকা উচিত, যেখানে বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বীজ বপন হবে। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর একটি আলাদা প্রবন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষা গুরুচণ্ডালি দোষমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জীবনানন্দ দাসের কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা যেত। শৈশব থেকে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে গেঁথে দিতে হয় দেশপ্রেম। আদর্শ মাটির সন্তান হতে হলে দেশকে ভালোবাসতে শিখতে হয়। কিন্তু প্রচলিত বহুমুখী

শৈশব থেকে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে গেঁথে দিতে হয় দেশপ্রেম। আদর্শ মাটির সন্তান হতে হলে দেশকে ভালোবাসতে শিখতে হয়। কিন্তু প্রচলিত বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থার বদৌলতে কেউ কেউ ভুলে যান— এ দেশের সুন্দর ইতিহাস-কৃষ্টি-সংস্কৃতির কথা, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এ রাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার কথা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের কথা; ৬ দফা আন্দোলনের কথা, আবার ছাত্রদের দেয়া ১১ দফার কথা। শিক্ষাকে অবশ্যই ছাত্রছাত্রীদের মানোন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যাতে করে তারা পাঠ শেষে চাকরি পায়।

e-Tender Notice (e- IFT
Tender Notice No. e-GP-04/20
Government of the People's Republic of
Local Government Engineering Depa
Office of the Upazila Engineer
Upazila: Islampur,
District: Jamalpur
e-mail: ue.islampur@lged.gov.b
Memo No : UE/LGED/Islam/Jamal/2016/ 848
e-Tender is invited in the National e-GP System Portal
Dr. Gauranga
Project Director
Phone
Email: pd.b